পটভূমি

স্বাধীনতা উত্তর বন, মৎস্য ও পশুপালন নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ ছিল । প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিজ ও মৎস্য জাতীয় সম্পদের সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা হয়ে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। আবার পরবর্তিতে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত মৎস্য ও পশুপালন বিভাগ নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিভাগে পরিণত হয়। আলাদা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পুনরায় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে পুর্ণগঠিত হয় । ১৯৮৯ সালে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের নাম আংশিক সংশোধন করে নামকরণ করা হয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় । পরবর্তীতে ২০০৯ সালে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় নামটি পরিবর্তন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয় ।

বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আটটি অধিদপ্তর/দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে। তন্মেধ্যে দুইটি বৃহৎ অধিদপ্তর হলো মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর । দুইটি অধিদপ্তরেরই কার্যক্রম উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত, এমনকি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিস্তৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যন্ত। অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হলো- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য ক্যাডার এবং প্রাণিসম্পদ ক্যাডার এর কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে উপজেলা পর্যন্ত কর্মরত আছেন।

প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁসমুরগী ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।